যায়যায়দিন

তারিখ ... 26 APR 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ২ ...

ড. আকবর আলি খান

শিক্ষা খাতের দুর্নীতি বন্ধে সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে

যাযাদি রিপোর্ট

শিক্ষা খাত থেকে দুর্নীতি অন্য খাতে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্য খাতের দুর্নীতি পাচ-ছয় বছরে সমাধান করা সম্ভব হলেও শিক্ষা খাতের দুর্নীতি কয়েক প্রজন্ম পার করা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা খাতের দুর্নীতি বন্ধের জন্য সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক রাউন্ড টেবিল মিটিংয়ে সাবেক উপদেষ্টা ও রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশনের চেয়ারম্যান ড. আকবর আলি খান এসব কথা বলেন।

গতকাল গ্রামীণ নাগরিক ফেডারেশন ও এসএনএন মিডিয়া আয়োজিত 'শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, উচ্চ শিক্ষার সমস্যা ও জাতীয় উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব' শীর্ষক রাউন্ড টেবিল আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন।

আকবর আলি খান আরো বলেন, শিক্ষা বর্তমানে ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসার ভূমিকা থেকে সরে এসে নৈতিকতা সম্পর্কিত হতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে শিক্ষার নামে ব্যবসা করতে না

সরকারের কঠোর হস্তক্ষেপ দাবি করেন। তিনি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মান নির্ধারণে অবিলম্বে রেটিং সিস্টেম চালু করার দাবি জানান। সাবেক উপদেষ্টা বলেন, এখনই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ না নেয়া হলে জাতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

রাউন্ড টেবিল আলোচনায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শাহেদা ওবায়েদ বলেন, দেশের প্রতিটি শিক্ষা বোর্ড দুর্নীতির [illegible]

শিক্ষা খাতের দুর্নীতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সুস্থ মানুষ কাজ করতে পারে না। তিনি এ খাতে দুর্নীতি বন্ধের দাবি জানান।

আলোচনায় প্রধান আলোচক সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. শমশের আলী শিক্ষক নির্বাচনে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং দুর্নীতি বন্ধে একটি শিক্ষক রিক্রুটমেন্ট কমিশন গঠন করার দাবি জানান। তিনি একটি নলেজ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার আহ্বানও জানান।

কবি মোস্তফা আল্লামার সভাপতিত্বে রাউন্ড টেবিল আলোচনায় আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রফেসর সাখাওয়াৎ আলী খান, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির কলা অনুষদের ডিন কাজী মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, সাংবাদিক হাবিবুর রহমান মিলন, ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জাহেদা আহমেদ প্রমুখ।